Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ জুলাই, ২০২২

৪৫ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১৮ জুলাই, ২০২২, সোমবার, ১ শ্রাবণ, ১৪২৯

বৃষ্টি নেই, ক্যানেলে জল নেই, খরিফ চাষ নিয়ে কপালের হাত চাষির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুলাই : এবার চেংড়া বর্ষা বিপদে ফেলেছে চাষিকে। বীজতলা তৈরিতে কালঘাম ছুটছে। এসময় চাষির দাবি ছিল ক্যানেলে জল ছেড়ে বীজতলা বাঁচাতে সরকার উদ্যোগ নিক। এ নিয়ে 'নতুন চিঠি'-তে খবরও হয়। ২২ জুলাই জল ছাড়ার খবর হতাশ করেছে চাষিকে। এ ব্যাপারে সদরের চাষি রাম কুন্ডু জানান যেখানে ক্যানেলে জল ছাড়ার সময়সীমা ২৫ জুলাই, সেখানে ২২ জুলাই জল ছেড়ে বীজতলা বাঁচানো যাবে না। বীজতলা না বাঁচলে চারা বাঁচবে না, চারা না বাঁচলে ধান রোয়ার কাজ থমকে যাবে। বর্ষার জলে ঘাটতি থাকায় স্বল্প জলে বীজতলা তৈরি হলেও বাঁচাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে জল ছাড়লে খরিফ চাষ ঠিক সময়ে শুরু হয়ে যেত।

গত ১৩ জুলাই কানাই নাটসালে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, ডিভিসি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলির জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ,ও সেচ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠক করেন বর্ধমান বিভাগের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় ভারতী। সেখানে ঠিক হয় বৃষ্টিপাতের ঘাটতি থাকায় আগামি ২২ জুলাই থেকে ক্যানেলে ৭ দিন জল ছাড়া হবে। জলাধারে জল কম থাকায় জল টানা দেওয়া যাবে কিনা সেচ দপ্তর ঘোর অনিশ্চয়তায়। গত বছর প্রথম ধাপেই ৬০ শতাংশ জল দেওয়া হয়েছিল। এবার ৪০ শতাংশ দেওয়া হবে প্রথম ধাপে। তার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে জলাধারে জল কম থাকা। ডিভিসি জানিয়েছে এবার মাইথন জলাধারে জল রয়েছে ৪৫৩.৭৫ ফুট। যেখানে গতবার ছিল ৪৭৭.৪২ ফুট। ফলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে পরবর্তী ধাপে জল ছাড়ার কথা ঠিক হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা, সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, কর্মাধ্যক্ষ মহঃ ইসমাইল।

পূর্ব বর্ধমান জেলাতে খরিফ চাষ হয় তিন লাখ আশি হাজার হেক্টর জমিতে। এখনো পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ৫৪ শতাংশ। ভাতারের চাষি ইব্রাহিম জানান আমার ৭ বিঘা জমি আছে। প্রথম বৃষ্টিপাতে বীজতলা তৈরি করি। এখন জলের অভাবে বীজতলা শুকিয়ে যাচ্ছে। যেটুকু জলাধারে জল আছে তা যদি জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে জল ক্যানেলে ছাড়া হত তাহলে বীজতলা বাঁচানো যেত।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সলিল ভট্টাচার্যকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই : সিপিআই(এম) নেতা,বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও অবিভক্ত বর্ধমানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা প্রয়াত সলিল ভট্টাচার্য-র স্মরণ সভা হয়ে গেল সিপিআই (এম) জেলা দপ্তরে। আয়োজক ছিল সিপিআই(এম) জেলা কমিটি। তিনি 'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ৭৮ বছর বয়সে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে জীবনাবসান ঘটে। স্মৃতিচারণ ও শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সভার সভাপতি জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, বিশিষ্ট তাত্ত্বিক নেতা অরিন্দম কোনার প্রমুখ। সভায় সকল বক্তাই বলেন, আজকের যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আম জনতা, তার মোকাবেলা করতে সলিলবাবুর মতো মানুষের দরকার। তাঁর ছিল মানুষকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা।

১৯৬০ সালে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে অবিভক্ত জেলার যুব ফেডারেশনের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এই আক্রমণের সময় তিনি বুক চিতিয়ে সাড়া রাজ্যে যুবদের সংগঠিত করেছেন। এজন্য তাঁকে প্রেসিডেন্সি কারাগারে যেতে হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করে অধ্যাপনার কাজে প্রথমে বেঙ্গাই কলেজ, চন্দননগর কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ হয়ে খাঁদরা কলেজ অধ্যক্ষ হন। ১৯৮৮ সালে হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ধমান শহরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

আঞ্চলিক স্তরের মহিলা সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ জুলাই : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির শাখা স্তরের সম্মেলনগুলি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। শুরু হয়েছে আঞ্চলিক স্তরের সম্মেলনগুলি। গলসী-২ আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন আজ হয়ে গেল কুলগড়িয়ায়। সম্মেলনে পূর্বে এক বিশাল মহিলা মিছিল বাজার পরিক্রমা করে। এরপর পতাকা উত্তোলন শহিদ বেদিতে মাল্যদনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জী। উপস্থিত

—এরপর চারের পাতায়

মেমারিতে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ১২ জুলাই : মেমারিতে রেশন সামগ্রী প্রদানে অনিয়ম, সময় মতো রেশন না দেওয়া নিম্নমানের সামগ্রী প্রদান বিবিধ অভিযোগে রেশন গ্রাহকরা রেশন ডিলারের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মেমারি নবপল্লীর রেশন ডিলার জয়ন্ত ব্যানার্জী দীর্ঘদিন ধরে রেশন সামগ্রী প্রদানে অনিয়ম করছেন, গ্রাহকদের প্রতি খারাপ ব্যবহার এমনকি তিন কিলো চালের বদলে দু কিলো চাল দিচ্ছেন। গ্রাহকরা এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে মেমারি-১ ব্লক খাদ্য আধিকারিক কমল সরকারের কাছে অভিযোগপত্র নিয়ে জমা দেন। খাদ্য আধিকারিক তাদের কথা শুনে রেশন ডিলারকে নিয়ে গ্রাহকদের অভাব অভিযোগ শোনেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। রেশন ডিলার জয়ন্ত ব্যানার্জী সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তিনি ভবিষ্যতে এই ধরনের কিছু হবে না বলে আশ্বাস দেন। যাদের রেশন সামগ্রী কম দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পুনরায় রেশন সামগ্রী দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, মেমারি শহরে এর আগেও বিভিন্ন রেশন ডিলারের সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে যদিও প্রশাসন এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

কালনা মহকুমার পাটচাষিরাও চিন্তায় দিন গুনছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ১২ জুলাই : দীর্ঘদিন পূর্ব বর্ধমানে জেলায় বৃষ্টি নেই। ফলে এই জেলার নদী-নালা, জলাশয়গুলি একেবারেই শুকনো। তাই চরম দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন কালনা মহকুমার পাট কৃষকরা। বর্তমানে চলছে পাট কাটার মরসুম। কিন্তু জলাশয়ে জল না থাকায় জল কিনে পাট পচানোর ব্যবস্থা করছেন কৃষকরা। সেই ছবি দেখা গেল পূর্বস্থলীর ধরমপুর গ্রামে। এখানকার কৃষকরা জানান, পয়সা দিয়ে জল কিনে জলাশয় ভরে পাট পচাতে হচ্ছে। এর জন্য বিঘা প্রতি দেড় হাজার টাকা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। শুধু এটাই নয় পাট বোনার সময়ও একই অবস্থা হয়েছিল। তখনও বিপাকে পড়েন পাট কৃষকরা। টাকা দিয়ে জল কিনে পাটের জমিতে সেচ দিতে হয়েছিল। তখনো বাড়তি খরচ করতে হয় তাদের। ফলে প্রাকৃতিক কারণে পাট উৎপাদনের বাড়তি খরচ যে ভাবে করতে হচ্ছে, তাতে পাটের দাম না পেলে কৃষকরা উৎসাহ হারাবেন পাট চাষে। সম্প্রতিকালে চাষের পক্ষে প্রকৃতি, আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুকূল নয় বলেই মত প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। কালনা মহাকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ পার্থ ঘোষ বলেন, পাট হলো বৃষ্টিনির্ভর চাষ। কিন্তু এবছর আবহাওয়া তারতম্যের জন্য বৃষ্টির সেভাবে দেখা পাওয়া যায়নি। তাই এবছর পাট চাষে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে কৃষকদের। কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী এই মহকুমার পাঁচ ব্লকে আট হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। বৃষ্টি না হওয়ায় পাটের রোগ পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে—এই সময় ঔষধ স্প্রে করলেও তেমনভাবে কাজে আসেনি। কালনার কৃষক নেতা মহম্মদ আলী জানান, আমরা পাটের দাম ছয় হাজার টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল দাবি করেছি। আরো দাবি পাট উৎপাদন এলাকাগুলিতে ক্রয়কেন্দ্র খুলে পাট সরকারকে সরাসরি কিনতে হবে। আমাদের সব থেকে বড় দাবি হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে প্লাস্টিকের বস্তা ব্যবহার করে শ্রমনিবিড় পাট শিল্পকে ধ্বংস করা চলবে না।

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীকে 'রাখালদাস স্মারক পুরস্কার'

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশিষ্ট বর্ধমান গবেষক ও বিশেষজ্ঞ যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীকে 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার'-এ সম্মানিত করতে চলেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৫ জুলাই পরিষদের ১৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হবে তাতেই তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী বর্তমানে হুগলীর বাসিন্দা হলেও তাঁর লেখা তিন খণ্ডের 'বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নির্ভরযোগ্য বর্ধমান চর্চার গ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর অনেক গবেষণাকর্ম ও বই রয়েছে।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ জুলাই : যুবনেতা বিমল সিংহ রায়ের ১১তম প্রয়াণদিবসে মেদগাছি বাজারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন কালনা-১

—এরপর চারের পাতায়

ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ জুলাই : নবস্থা গ্রামে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে মৃত ব্যাক্তির ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৩ ঘন্টা অবরোধ করল বামপন্থী গণসংগঠনগুলি। ১৪ জুলাই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শেষে বর্ধমান সদর-২ এর বিডিও ক্ষতিপূরণের আশ্বাস ও অনুরোধে অবরোধ তোলা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন খেতমজুর নেতা জহর দত্ত, কল্যাণ হাজরা, কৃষক নেতা উত্তম কোনার, শ্যামচাঁদ মুখার্জী, যুব নেতা রকি আলম। গোপাল মণ্ডল, সুভাষ সিং, সন্তোষ চক্রবর্তী, রমাকান্ত পাঁজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দাবিপূরণ না হলে আগামী দিন আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে। প্রসঙ্গত ৮ অক্টোবর ২০২১ মাঠে চাষ করতে গেলে বিদ্যুৎ দপ্তরের ১১০০০ ভোল্টেজ ছেড়া তার জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান সুশান্ত বাগ (৫৮) নামে এক চাষি।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা-২০২২

প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২।

ইউনিকোডে কম্পোজ করে মেইল-এ পাঠানো যাবে। অথবা সরাসরি ডাকযোগে পাঠান পত্রিকা দপ্তর ৬২ বি সি রোড অনিতা সিনেমা লেন বর্ধমান-১ ঠিকানায় E-mail : sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

১৮ জুলাই, ২০২২

টেনে হিঁচড়ে নামানো যাবে

আজ থেকে চাল, ডাল, গম, ফল সহ প্রায় সব খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে। পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) বসছে প্যাকেট করা সব খাদ্যদ্রব্যের ওপর। এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি চরম আকার নেওয়ায় সারা দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চেহারা প্রকট হয়েছে। জনসাধারণের জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ সঙ্কট। চলতি বছরের মে মাসেই বার্ষিক পাইকারি মূল্যসূচক বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৫.৮ শতাংশ, অর্থনীতির পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেছেন, এই বৃদ্ধি ১৯৯৮ সাল থেকে সর্বাধিক। এবারে তার ওপরে চাপবে সম্ভবত আরও ৫ শতাংশ। ফলত ব্যাপক এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমে যাবে, অর্থনৈতিক চাহিদাও হবে নিম্নগামী, আর অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতিতে কলকারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে অবধারিত ভাবে কাজের বাজার আরও সঙ্কুচিত হবে। মানুষের জীবনের জটিল এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পলিটব্যুরো মনে করে, অতি ধনীদের ওপর কর চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তার থেকে আদায়কৃত রাজস্বে সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারে। এতে দেশের মানুষের মঙ্গল হবে।কিন্তু কেন্দ্রের বর্তমান সরকার তা মানতে চায় না। বরং তারা আদানি, আম্বানি সহ কর্পোরেটদের হাতে দেশের স্থায়ী সম্পদ, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তুলে দিতে চাইছে। এই সব অনাসৃষ্টি থেকে দেশকে বাঁচাতে পারে একমাত্র দেশের মানুষ। শ্রমিক-কৃষক আপামর জনসাধারণকে এককাট্টা হতে হবে। তবেই মসনদ পাহাড়ায় যারা বসেছে তাদের টেনে হিঁচড়ে নামানো যাবে।

কোল্ডস্টোরে পচে যাওয়া আলুর ক্ষতিপুরণের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ জুলাই : গত ১৯ মে মেমারি রসুলপুরে তিরুপতি কোল্ড স্টোরেজ খোলার পর চাষিরা জানতে পারে স্টোরেজের ৩ নং চেম্বারে ১ লাখ ২০ হাজার প্যাকেট আলু নষ্ট হয়ে গেছে স্টোরেজে গ্যাস লীকের কারণে। এর ফলে মালিক ও চাষিদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক হয় ক্ষতিপূরণের জন্য। কিন্তু আজ প্রায় ২ মাস হতে চললো স্টোরমালিকের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

২৯ জুন দুই বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী চাষিদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে নির্দেশ দেন উপস্থিত প্রশাসনিক কর্তাদের। আজ ১৫ দিন হতে চললো তারও কোন ফল পায়নি চাষীরা। প্রায় তদসংলগ্ন ২৫ টি গ্রামের আলু চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত এর ফলে। সকালে রসুলপুর কৃষি সংহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়।

স্থানীয় চাষি সুমিত রায় জানান, তিন মাস হয়ে গেল এখনও কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি। চাষের সিজন চলে যাচ্ছে. এর পর ক্ষতিপূরণ না পেলে অনাহারে মরবো। ইতিমধ্যে স্টোরেজ মালিকের বিরুদ্ধে ৪২০ কেস করেছেন, তার উত্তরও মালিক দেয়নি। সরকার ও প্রশাসনও গাফিলতি করছে বিষয়টিকে নিয়ে। স্থানীয় বিধায়ক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে চাষিরা উত্তেজিত হয়ে বিধায়কের ওপর চড়াও হয়। শেষ পর্যন্ত বিধায়ক তাড়া খেয়ে পালিয়ে যান।

কালনার গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জুলাই : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন নবকুমার বাগ, ধারো হাঁসদা, সমর হেমরম, অমিত বেসরা প্রমুখ। এদিন নেতা কর্মীরা মানুষের বাড়ি, বৈঠকখানা এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে যান। গ্যাসের দাম বাড়ায় বহু বাড়িতে গ্যাস ছেড়ে আবার কাঠে ফিরে গেছেন। কৃষিযন্ত্রের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে এমনিতেই খেতমজুরদের কাজ কমে গেছে। তার উপর অনাবৃষ্টিতে চাষের কাজ শুরু হয়নি। পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজও বন্ধ। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি কবে পাওয়া যাবে তার কোন ঠিকানা নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁওয়া। অথচ মানুষের কাজ নেই, হাতে পয়সা নেই। মানুষের জীবন জীবিকা চরম সংকটে।

কর্মীরা মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করতে এসে এই বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করেন। তাঁরা বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সহকারই জনবিরোধী সরকার। এদের হটাতে না পারলে মানুষের সংকট কোনদিনই কাটবে না। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সকলে সংগটিত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা কালনা-২ ব্লকের অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানন্দপুর গ্রামে এই কর্মসূচি পালন করেন।

বস্তি উন্নয়ন সমিতির সম্মেলন

নজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ জুলাই : বস্তি উন্নয়ন সমিতির বর্ধমান শহর কমিটির তৃতীয় সম্মেলন আজ সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর ২নং এরিয়া কমিটির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বস্তি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি করুণাময় মণ্ডল। ৯৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৮৫ শতাংশ প্রতিনিধি বস্তিবাসী। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন প্রশান্ত দাস চৌধুরী। ২৬ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। করুণাময় মণ্ডল সভাপতি ও স্বপন দাস সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংগঠনের নেতৃত্ব তরুণ রায় ও অরিন্দম মৌলিক উপস্থিত ছিলেন।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনু কুমার ঘোষ

বিকল্প অর্থব্যবস্থা :

পূর্ববর্তী পর্বগুলির আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে বাজার ব্যবস্থা মানুষকে যেমন একদিকে উন্নত গুণমানসম্পন্ন আধুনিক জীবন উপহার দিয়েছে, তেমনই সমাজজীবনে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ক্ষত। তৈরি হয়েছে বিপুল আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত অসাম্য, বেকারি, দারিদ্র, অপুষ্টিসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবন।

অতিরিক্ত বা নীট মূল্য সৃষ্টি ব্যতীত সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অকল্পনীয়। ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রচারিত আই.এল.ও-র তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল জোয়ান সোমাভিয়ার স্বাক্ষরিত বিবৃতি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, এই লক্ষ্য পুরণে বাজারের ভূমিকা যতটা আর্থিক মূলধন সরবরাহকারীর পক্ষে, ততটা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কখনই ছিল না। একদিকে, আর্থিক ভাবে সক্ষম ব্যক্তিই যেমন কেবল বাজারব্যবস্থায় স্বাগত; তেমনই বাজারব্যবস্থা দক্ষতাহীনতার পৃষ্ঠপোষক নয়; বরং তা বর্জনের মাধ্যমে দক্ষতম অবস্থায় উপনীত হওয়াই তার লক্ষ্য। স্বভাবতই সামাজিকভাবে অন্ত্যজ তথা দরিদ্র কিংবা, শিক্ষাগত বা উৎপাদনশীলতার নিরিখে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ মানুষ বাজার ব্যবস্থায় ব্রাত্য।

উল্লেখিত ব্যবস্থার এই অমানবিক নিদান কি তবে চির অলঙ্ঘনীয়? যদি তা না হয়, তবে তার বিকল্প কী? সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা সর্বজনবিদিত। তেমনই, বিকল্পের অন্যান্য সম্ভাবনার চর্চাও বিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের অন্যতম অবদান। বর্তমান পর্বটি এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যই নিবেদিত।

১৯৬৩ সাল। তুলনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উপর নির্বাচিত কিছু লেখা সম্বলিত একটি বই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে ডব্লিউ মারখাম মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়; প্রকাশ করেন ডব্লিউ এ লীমান নামক আর এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। বইটির নাম—Capitalism– Market Socialism and Central Planning

অধ্যাপক মারখাম-এর মতে একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। একটি দেশের নাগরিকদের তথা জাতির অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সেই দেশের সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণের অন্যতম প্রধান নির্ধারক শক্তি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিতান্ত্রিক তথা মুক্ত বাণিজ্যে আস্থাশীল সমাজের মানুষের আকাঙ্ক্ষা হল দ্রুত হারে আর্থিক প্রাচুর্য তথা সমৃদ্ধি কে সুনিশ্চিত করা। তার জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণহীন বাজার-ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবন এবং ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বাজার-নির্ধারিত মুল্যায়নের উপর নির্ভরশীল; রাষ্ট্রের ভূমিকা নিতান্তই দর্শকের। অন্যদিকে, যে সমাজ ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টির—তথা সামাজিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে আগ্রহী, সেখানে বাজারের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারিত হয়। বিংশ শতাব্দী এই দুই ধরনের বিপরীতমুখী অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার অনুসারী অর্থব্যবস্থার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এই দুই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক মারখাম একটি মিশ্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। বলাবাহুল্য, ভারত সহ স্কান্ডানিভিয়ান দেশসমূহে সরকারি ও বেসরকারি এই দুই ব্যবস্থার সংমিশ্রণে অর্থব্যবস্থা পরিচালন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে। এই তৃতীয় ব্যবস্থাটিকে তিনি ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এই তিন ধরনের অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি আরও একটি নতুন ভাবনার প্রস্তাব করেন অস্কার লেঙ্গ সহ অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণ। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বাজারের উপস্থিতি কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভোগ্য পণ্য ও শ্রমের বাজার থাকলেও, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকারি সিদ্ধান্তই শেষ কথা। তাই, মূলধনের সবচাইতে কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধান্তকারীর (সরকারি প্রশাসক) অনুমানই একমাত্র নির্ভর। ফলত, ভুল সিদ্ধান্তের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে বাজার ব্যবস্থায়, মূলধনের দামের উপর নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণের বণ্টন অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে দাবি করা হয়। অস্কার লেঙ্গ ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের বণ্টনের যথার্থতা নিরূপণের জন্য তিনটি সূত্র প্রস্তাব করেন। বেসরকারি ব্যবসায় প্রচলিত ‘transfer pricing’ নামে পরিচিত একটি ব্যবস্থার মতই এটি কার্যকরী হবে এমনটাই দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু এই ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য, তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রয়োগের সুযোগ বর্তমানে হয়ত নিতান্তই কল্পনা।

অন্য একটি বিকল্পের কথাও—আমাদের জানা যার পোশাকি নাম হল—‘সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতি’। এর অন্যতম প্রবক্তা হলেন, Diane Elson নামে এক কানাডীয় সমাজতাত্ত্বিক। তিনি অস্কার লেঙ্গ প্রস্তাবিত ‘সমাজতান্ত্রিক বাজার’ ব্যবস্থার পরিবর্তে ‘বাজারের সামাজিকীকরণ’এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থার মূল কথা হল এই যে, সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা হবে সামাজিক। সকলের পরিচিত সমবায় প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান রূপ। বাজার ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে হলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে ঃ ১) নীট মূল্য সৃষ্টি করা; এবং ২) বাজার ব্যবস্থার নিয়ম মেনে তার সঙ্গে যুক্ত থাকা। এই দুই শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই টিকে থাকা অসম্ভব। কিন্তু, এই জাতীয় সংগঠন এমনভাবে গড়ে তোলা সম্ভব যে বেসরকারি মুনাফাভোগী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারে না। বর্তমান কালের ‘সামাজিক উদ্যোগ’ বা ‘Social Enterprise’ নামক সংগঠনগুলি বিশ্ব বাজারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবে পরিচিত।

সাম্প্রতিক কালে অন্য আর এক ধরনের প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। সেগুলি ‘প্রভাব উদ্যোক্তা’ বা ‘Impact Entrepreneur’ নামে স্বীকৃত। দারিদ্র দূরীকরণ সহ নানান সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সফলভাবে কাজ করে চলেছে। সুতরাং, বাজার ব্যবস্থার বিকল্প আছে; এবং সমগ্র বিশ্বে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবদানের কথা শুধু স্বীকৃত তাই নয়, বর্তমান বিশ্বের দুই প্রধান শক্তিধর দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন) অর্থব্যবস্থা যে তিনটি মুল অংশের উপর নির্ভরশীল সেগুলি হলো—বেসরকারি উদ্যোগ, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ভারতবর্ষেও এই সংমিশ্রণ চোখে পড়ে, তবে সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতি-র প্রসার আফ্রিকা, ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার তুলনায় নিতান্তই কম। অনেক ক্ষেত্রে সংহতি অর্থনীতির পরিবর্তে ‘প্রভাব উদ্যোগগুলি’ প্রকৃত অর্থে বেসরকারি মালিকানার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করছে। সামাজিক উদ্যোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আন্দোলন সংগঠিত করার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে হয়।

কার্টুনে ১৫০ বছর, বেঙ্গালুরুতে প্রদর্শনী

গিরিধারী সরকার : বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কার্টুনিস্টস্ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান কার্টুন গ্যালারীতে। BANGLA CARTOON ১৫০ ১৮৭২—২০২২ তথা ‘বাংলা কার্টুন ১৫০’ শিরোনামে ২ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০২২, দীর্ঘ বাইশ দিন ব্যাপী স্মৃতিসঞ্চারী এই যুগান্তকারী প্রদর্শনীতে সামগ্রিকভাবে বাংলা কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাস, প্রকাশনা ও মৌলিক শৈলীর সচিত্র নিদর্শন সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে পরিস্ফুট হয়েছে জাতীয় স্তরের দর্শক এবং সুধীমণ্ডলের সামনে সসম্মানে।

পরাধীন ভারতবর্ষে প্রতিনিধি স্থানীয় আদর্শ দৈনিক সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ ২০

ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮, কলকাতা) তৎকালীন ভারতশাসক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানায়। প্রদর্শনীতে অমৃতবাজার থেকে বসন্তক ভারতবর্ষে দিকদর্শনকারী এমন নানান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচিত সাদাকালো ও রঙিন কার্টুন সুদৃশ্য মুদ্রণে সযত্নে ফ্রেমে বাঁধিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলা কার্টুনচিত্রের জানা-অজানা অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, যতীন্দ্রনাথ সেন, দীনেশ রঞ্জন দাশ, উপল সেনগুপ্ত, প্রতুল চন্দ্র লাহিড়ী, চিত্তপ্রসাদ, কুট্টী, সুফি, সোমনাথ হোড়, চণ্ডী লাহিড়ী, হিমানীশ গোস্বামী, অমল চক্রবর্তী থেকে সমকালের অনুপ রায়, দেবাশীষ দেব, ত্রিপুরার ভোলা ময়রা হয়ে অভিষেক চৌধুরী, মিকা আজিজ, এবং এই প্রদর্শনীর অন্যতম ভাবুক, মূল সংগঠক সংকলক ও কার্টুনশিল্পী বিবেক সেনগুপ্ত-র কার্টুনও।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ : ভেঙ্কটেশ নরেন্দ্র, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশীষ দেব এবং বর্তমানে বেঙ্গালুরবাসী সৌরভ সরকারকে যিনি এই প্রদর্শনী তথ্য ও আলোকচিত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

রেনেসাঁসের শেষ লাইটহাউস

পার্থ চৌধুরী

বাংলার রেনেসাঁসের যে নিভন্ত আলোটুকু বাংলা ছায়াছবির উপর এসে পড়েছিল তাঁর শেষতম প্রতিভু তরুণ মজুমদার গত সপ্তাহে তার কাজ সেরে ছুটি নিয়েছেন। ছুটি নিয়েছেন কিন্তু অবসৃত হননি।

আজ নানা প্রতর্ক থেকে নানা কথা কাহিনিতে তাকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। গ্রেটদের ক্ষেত্রে এটাই হয়। কিছু নাটকীয়তাও চলছে। তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।

আমি মানুষটাকে চিনতাম। ভক্ত সেই কিশোরবেলার। সম্পর্ক দু'দশকের। কিন্তু সে আমার একান্ত নিজের। ওই বিস্তার, ওই পরিধি নিয়েও যিনি নিজেকে নিয়ে সংযত, নিরুচ্চার ছিলেন তাঁকে ভালোবাসি আর সম্মান করি আমি। তার ভাবনাকেও। তবু পেশার দায়ে দু একটি কথা।

উনি দেহাতীত কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতেন না। উনি আমায় বলেছেন : ''ফিল্মের বাইরে চলচ্চিত্রকারের বলার বিশেষ কিছু নেই। বাকি বিচার দর্শকের হাতে।'' আজীবন, এমনকি মৃত্যুতেও তাই তার প্রতিফলন রেখে গেলেন তিনি। কী আশ্চর্য সংযম। কী অনুপম জীবনবোধ। নিজেকে নিয়ে কোনোরকম উদ্‌যাপনে তার ঘোর নিষেধ ছিল। আমরা যারা তাকে ভালবাসি সেটার মর্ম আমরা জানি। কিন্তু এই যে চলে গিয়েও থেকে যাওয়া এটাই তার মহিমা।

তরুণবাবু নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে গেছেন সাধারণের মাঝখানে। সৃষ্টির পথকে আকীর্ণ না করে তিনি সাধারণের মাঝখানটিতে নিজের আলোকসামান্য আসনটি পেতেছিলেন। তাঁর ৩৯টি ছবিতেই তাঁর অনুপম ঝলক রয়ে গেল। আর রয়ে গেছে কিছু ডকু-ফিচার। কয়েকটি বই।

সত্যি বলতে বর্ধমানের অনেক মানুষকে চিনতেন উনি। যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ওনার আউটডোর হিসেবে প্রিয় ছিল বীরভূমই। লাগোয়া বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের বেশ কিছু জায়গায় উনি কাজ করেছেন। সেসব আবার টপোগ্রাফির দিক দিয়ে বীরভূমের মতোই। ওখানকার পলাশী, বাতিকর, নুপুর, ইলামবাজার সহ অনেক গ্রামে তাঁর শুটিং করেছেন দীর্ঘ কয়েক দশক। পলাশী গ্রামে গিয়ে দেখেছি ওখানকার মানুষের প্রাণের মানুষ তিনি। নাসির ভাই, নুরুল দা, রাসেদুলদা সহ গোটা গ্রাম তাঁকে ঘরের ছেলে ভাবে। রাসেদুলদার মাকে উনি মা বলতেন। নুরুলদা তাঁর বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছেন।

আমার সাথে স্যারের পরিচয়ের আগে বর্ধমানের অন্তত দুজনের সাথে ওনার নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

একজন প্রয়াত অভিনেতা অজিত ঘোষ। খুব ভরসা করতেন। আমাকে নিয়েও কয়েকবার ওনাদের বাড়ি গেছেন। অজিতদার মৃত্যুর খবর আমিই স্যারকে দিয়েছিলাম। খুব লজ্জার যে; ওইরকম একজন অভিনেতাকে অনেকেই ভুলে গেছেন।

দ্বিতীয় জন সেনপাড়া গ্রামের পরিচিত অভিনেতা ফকিরদাস কুমার। প্রয়াত ফকিরদা ওনার ২৭টি ছবিতে কাজ করেছেন। একবার আমাকে নিয়ে ওনার সাথে দেখা করতে যান। ফকিরদাও আসতেন। ওনাদের পরিবারের সব খবর রাখতেন। ওনার পুত্র দেবাশিস কুমার স্যারের দুটি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

অন্য সব বাঙালির মতো আমিও ওনার ডাইহার্ড ফ্যান ছিলেম। সম্যক আলাপ হয় 'আলো'র সময়। যখন উনি আবার প্রবলভাবে ফিরে আসছেন। আলাপের সূত্র আর এক পরিচালক গৌতম হালদার। গৌতমদা 'কেমন আছো বন্ধু'-র শুটিং করতে এসে আমায় পছন্দ করে ফেলেন।

এরপর একটি বামমনস্ক সংগঠনের প্রযোজনায় 'রাঙামাটির পথ'-এর কাজ শুরু হয়। উনি পরিচালক। গৌতম হালদার সহকারী। তার একটা পর্যায়ে দুর্গাপুরে এমএএমসি; বিওজিএল; হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজারে বেশ কিছু দৃশ্য তোলা হয়। পালিতপুর গ্রামে তোলা হয় একটি মিছিল আর রেলগেটের কাছে সেই বিখ্যাত সূর্যোদয়ের ছবি। যা ছবির টাইটেল কার্ডে ছিল। এ সময় গৌতমদাই সম্ভবত স্যারকে আমার কথা বলেন।

একদিন রাতে আমার বাড়ির ল্যান্ডলাইনে একটা ফোন আসে।

—হ্যালো; পার্থ চৌধুরী বলছেন?

—হ্যাঁ। বলুন।

—আমি তরুণ মজুমদার বলছি।

বুকের ভিতরে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়। মাথার মধ্যে খেলার পুতুল; পলাতক; ফুলেশ্বরী; দাদার কীর্তি; ভালবাসা ভালবাসা; পলাতকের স্মৃতি ভিড় করে এল।

উনি আমায় ধন্যবাদ জানালেন। পরিচালক হিসেবে কাজে সহযোগিতার জন্য। আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ব্যস। ওই পর্যন্তই।

বেশ কিছুদিন পরে। হঠাৎই একদিন অভীকদার ফোন (প্রয়াত অভীক দত্ত) :

''তরুণবাবু বিশ্রাম নিতে বর্ধমানে যাচ্ছেন কয়েকদিনের জন্য। সব দায়িত্ব তোমার। খরচের ব্যাপারটা আমি দেখবো।''

দ্রুত বর্ধমান ভবন বুক হয়ে গেল। নির্ধারিত দিনে বিকেলে স্যার এলেন। সঙ্গে ছোট্ট ইউনিট। গাড়িতে চালক আমাদের ভরসার উমাদা। উমাদাকে নিয়ে অনেক মজার গল্প আছে। পরে বলা যাবেখন। সেই যে ওনার আসা তারপর এই কুড়ি বছর প্রবলভাবে জড়িয়ে গেছেন বর্ধমানের সঙ্গে। হৈ হৈ করে হয়ে গেল রাঙামাটির পথের অনেকগুলো শো। সংস্কৃতির প্রিমিয়ার থেকে পানাগড়। ঘোষকের ভূমিকায় নামিয়ে দিলেন আমায়।

এসেছিলেন ঘুরতে। বিশ্রাম নিতে। কিন্তু কাজে মেতে উঠলেন। এরপর প্রায় একবছর একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করলেন রাজ্য কৃষকসভার প্রযোজনায়। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা; কৃষকের সঙ্কট ও জৈবপ্রযুক্তি নিয়ে। একটা ছোট্ট কাহিনিসূত্র ধরে নিবিড় রিসার্চ করে তৈরি এ ছবি 'ও আমার দেশের মাটি'। প্রায় গোটা ছবির কাজটাই করেছেন মটর বিনয় ট্রাস্টে ক্যাম্প করে। আমি ছিলাম কো-অর্ডিনেটর। যদিও ছবির কাজ খুব হেকটিক। তার উপরে বিরাট এলাকায় 'আকাশবাংলা' চ্যানেলের টিম পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। আজকের চিঠি। আরশিনগর। দুদিকেই ছোটাছুটি। মাঝে পড়ল আমার শ্যালকের ব্রেন টিউমার অপারেশন। ছুটি নিয়ে যেতে হল ভেলোরে। এসময় অলক সেন আর শিবানন্দ পাল কাজের সিংহভাগ দায়িত্ব নিয়ে করেন। আমার মতো অলকদাকেও উনি 'তুমি' বলতেন। ছিল শ্রাবণী আর শতরূপা। ছিলেন সজলদা। ছিলেন শক্তিদা, শৈলদা। আর একঝাঁক অভিনেতা অভিনেত্রী। অনেকেই আজ বিখ্যাত। ছিলেন জেলার আনকোরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা। যাদের উনি গড়েপিটে নিয়েছেন। ছিল চার শিশুও।

যাই হোক; ছবি শেষ হল। আমাদের সম্পর্ক কিন্তু শেষ হয়নি। পরের বছর নন্দনে ছবির প্রিমিয়ার। উনি গাড়ি পাঠিয়ে আমায় নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে এই কুড়ি বছর অজস্রবার বর্ধমানে এসেছেন।

ডাক দিয়ে যাই ছবি তৈরির আগে আবার ফোন। এটাও ডকু ফিচার। আমায় কিছু ক্লিপ জোগাড়ের দায়িত্ব দেন। আর কিছু ঘটনাক্রম লিখে ফেলার। তা তৈরিও হয়ে যায়। এরপর আমার জীবনে দুর্বিপাক নেমে আসে। ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনায় আমার ছুটন্ত সাংবাদিক জীবনে ভাগ্য ব্রেক টেনে দেয়। আমার পায়ে অপারেশনের কয়েকদিন পরে ঘুম ভেঙে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন বাঙলা সিনেমার সর্বকালের সেরা ব্লক-ব্লাস্টার পরিচালক। সঙ্গে শ্রাবণী আর হৈমন্তী। তখন ওর বয়স খুব কম।

যাই হোক; সেদিন আমায় দেখতে এসেছিল অভিনেতা মিঠু (এখন প্রিয়ম); আমার অনুজ রাজা আর অমিতাভ। পরে স্যার আমায় ফোন করব তিনজনকেই পাঠিয়ে দিতে বলেন। ওরা সিলেক্টেড হয়। প্রিয়ম তো নায়ক।

যাই হোক; স্যার আমায় জানতে চান লোকশিল্পের কী কী জানি। আমি তো আমার জানা সব উজাড় করে দিই। নিয়ে যাই মৃদুল সেনের কাছে।

স্যার আবার আসেন কয়েকদিন পরেই।

ততদিনে আমার সাহস বেড়ে গেছে।

আমি বলি, এ কাজে শুভেন্দু মাইতি বেস্ট। উনি এডমিট করেন।

স্যার আমায় বলেন; আমি তো ওনাকে চিনি না। তুমি যদি আমার হয়ে ওনাকে টেলিফোন করো...

আমি শুভেন্দুদাকে ফোন করি। শুভেন্দুদা বলেন—এ তো আমার সৌভাগ্য।

বড় পরিচালকরা এমনই হন। শুধু গান নয়। পরাণ বন্দোপাধ্যায়ের সাথে এ ছবিতে শুভেন্দুদা ও তার স্ত্রী মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটি রাজনৈতিক। কিন্তু টানটান। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পদোন্নতি হওয়ায় (অর্থাৎ পা ফুলে ঢোল) আমি এই ছবির শুটিংয়ে থাকতে পারিনি।

এরপর ছবিটি রিলিজ করে। গোদা, টাউন হল সহ বেশ কয়েকটি শো হয়। খুড়িয়ে খুড়িয়ে ক্র্যাচ নিয়ে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয় স্যারের আন্তরিক আহ্বানে।

এরপরও যোগাযোগ থেকে যায়। সাক্ষাৎ বা ফোনে। ছবির শুটিং দেখতে কয়েকবার নিমন্ত্রণ এসেছে। ২০১২ তে দুর্গেশনন্দিনী শুরুর আগে উনি আবার আসেন। ক্ষীণতোয়া দামোদর নদ খোঁজার অভিযানে। আমাদের সঙ্গে ছিল সুমিত দাস।

২০১৮ সাল। একেবারে অন্যরকম ছবি 'অধিকার'। ক্রাউড ফান্ডিং করে তৈরি হয় 'অধিকার' ছবিটি। এখানেই আমাদের আলাপ হয় সুদীপ্ত সাহারায়, মিলন দাস, সন্দীপ বাগের মতো অবাক করা মানুষদের সাথে। আসেন নটরাজ মান্না, চন্দন দা, তাপসের মতো টেকনিশিয়ানরা। আর আসে শৌভিক বসু আর স্বদেশ কোটালের মতো দুই উজ্জল তরুণ। যারা আজ আমার বন্ধু হয়ে গেছে। হৈমি তো আছেই। আমার

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

খড়কুটো

ধারাবাহিক উপন্যাস

কাকলি ঘোষ

—গত সংখ্যার পর

সাত

কাজ থেকে ফিরে স্নান সেরে পারুল চায়ের জল চাপায় স্টোভে, এই এক বিলাসিতা পারুলের। বার বার চা খাওয়া। দুপুর একটা নাগাদ ফিরে স্নান সেরে এক কাপ চা খাবে তারপর রান্নার জোগাড় করবে। ঝরিয়া ঘরে ঢোকে।

—পারুলদি, তুমি বলেছিলে তোমার দিদিমণির বাড়ি নিয়ে যাবে। পায়ের ঘা-টা থেকে রস পড়ছে। কবে নিয়ে যাবে বলো না!

—হ্যাঁরে নিয়ে যাব। পল্টুটা চলে গেল, মন মেজাজ ঠিক ছিল না। ঠিক আছে বিকেলে আসিস। দিদিমণি বিকেলে বাড়িতে থাকবে।

ঝরিয়া চলে যায়, ঝরিয়ার পায়ের দিকে চোখ চলে যায় পারুলের। বাবারে কী অবস্থা পায়ের। পা দিয়ে গন্ধও ছাড়ছে।

বিকেল বেলায় পারুল ঝরিয়াকে নিয়ে নন্দিতার বাড়ি যায়। নন্দিতা ঘুমোচ্ছিল। মাসিমা দরজা খুলে দেয়।

—আরে তোরা! এটি কে?

—আমাদের বস্তিতে থাকে। দিদিমণি কি এখন উঠবে? পারুল বলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। দাঁড়া ডেকে দিই।

ওরা বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করে। নন্দিতা আসে। ঝরিয়ার পায়ের ক্ষত দেখে শিউরে ওঠে। বলে—''এতো খুব খারাপ অবস্থা। কালকে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেও পারুল। এখন এই মলমটা দিচ্ছি। ভালো করে পা ধুয়ে এটা লাগাও। কালকে অবশ্যই হাসপাতালে আসবে। আমার মর্নিং আছে, আমি হাসপাতালেই থাকব।

ঝরিয়া ঘরে ফিরে আসে। পারুল ওর রাতের কাজ সারতে থাকে। ঝরিয়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির পথ ধরে। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। পা ফেলতেই পারছে না। দু'দিন আর কাগজ কুড়াতে যাবে না। বুধন কি ঘর চালানোর টাকা দেবে না? না দেয় উপোস করে থাকবে। কাল কোনোমতেই কাজে যাবে না। হাসপাতালেই যাবে।

সকালে ঝরিয়া একাই হাসপাতালে যায়। বেলা সঙ্গে যায়। পারুলের সকালের কাজ আছে, তাই যেতে পারে না। ওরা হাসপাতালে পৌঁছে দেখে লম্বা লাইন। ওরা নন্দিতার সঙ্গে দেখা করে, নন্দিতা ওদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু তো দেখে শিউরে ওঠেন। মারাত্মক ধরনের ঘা। ওর জীবিকা শুনে বলেন হাতে গ্লাভস, পায়ে ঢাকা জুতো পরে কাজ করতে, ওকে তিন চারটে ওষুধ দেন। বলেন, হাসপাতালে এগুলো পাওয়া যাবে না। বাইরে থেকে কিনতে হবে।

নন্দিতা ওকে ওষুধ কেনার টাকা দেয়। বাড়তি একশো টাকাও দেয় কিছু কিনে খাবার জন্য। নন্দিতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঝরিয়া ঘরের পথ ধরে। ফেরার পথে আসতে আসতে ঝরিয়ার নানা কথা মনে হয়। ভাগ্যিস নন্দিতা দিদিমণির মতো কোনো একজন তাদের ছিল। অসুখ বিসুখ হলে দিদিমণির কাছেই তারা ছুটে আসে। কখনও বিরক্ত হয় না দিদিমণি। সব সময় সাহায্য করে। তাদের মতো অসহায় মানুষদের একজন বড় অবলম্বন এই নন্দিতা দিদিমণি। ওষুধগুলো কিনে ঝরিয়া ঘরে আসে। বুধন কখন ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঝরিয়ার পা দুটো খুব যন্ত্রণা করছে। ও পা দুটো ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে শুয়ে পড়ে। কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেছে তা বুঝতে পারে না ঝরিয়া। বিকেল হবো হবো। বুধন ঘরে ঢোকে। দেখে মেঝেতে বস্তা পেতে ঝরিয়া ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুমোতে দেখে মাথায় আগুন জ্বলে যায় বুধনের। সে সারাদিন না খেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে আর মাগি আরামে ঘুমোচ্ছে। ঝরিয়াকে ঝেড়ে এক লাথ কষায় বুধন। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে ঝরিয়া। ঘুম ভেঙে চিৎকার করে ওঠে—যমের অরুচি। একবেলা ভাত জোটাতে পারে না আমাকে লাথাতে এসেছে।

—যমের অরুচি তুই। রাতের বেলা কোন ভাতারের কাছে গিয়েছিলি যে এখন নাক ডাকাচ্ছিস?

—এই মুখ খারাপ করবি না। আমি কি তোর বিয়ে করা মাগ যে তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকব? যা ভাত ফোটা। ফুটিয়ে খা। আমাকে জ্বালাবি না। আমার শরীর ভালো নেই।

—হ্যাঁ, কোথাকার রাজরানি এলেন রে! শরীর ভালো নেই। গজ গজ করতে করতে বুধন কলতলায় স্নান করতে যায়। সারাদিন ঝরিয়ারও কিছু খাওয়া হয়নি। ও উনুন জ্বালায়।

বস্তির ঘরে ঘরে ধীরে ধীরে রাত্রি নামে। রাত নিঝুম হয়ে আসে। খিদের জ্বালায় অস্থির মানুষগুলো সারাদিন দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করতে করতে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে, ঝরিয়া বুধন জীবনের আদিম খেলায় মেতে ওঠে। প্রাগৈতিহাসিক দুই মানুষ যেন বস্তির বদ্ধ জীবন থেকে এভাবেই মুক্তির পথ খোঁজে। (চলবে)

ছাত্র-যুব-মহিলাদের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাদা, ১৭ জুলাই : ডিওয়াইএফআই বর্ধমান শহর ২নং আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এবং এস.এফ.আই বর্ধমান শহর ও সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি-বর্ধমান শহর ২নং আঞ্চলিক কমিটির সহযোগিতায় প্রথম-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি বিভাগে মোট ১৮৮ জন প্রতিযোগী নিয়ে 'রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত' সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (অঙ্কন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি-সুকান্ত ও একক রবীন্দ্রনৃত্য) অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সুভাষ বিদ্যামন্দির (আমবাগান, নীলপুর)-এ এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ছিল। জেলা প্রাইমারি স্কুল

ছবি : অনিমেষ ভৌমিক

কাউন্সিল (পূর্ব বর্ধমান) সম্মতি দিলেও, একদম শেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় অনুমতি উক্ত বিদ্যালয়কে দেননি। শেষে কর্মসূচিটি স্থান বদল করে বর্ধমান শহরের নীলপুর বাজারের সিপিআই(এম) অফিসে ও তৎসংলগ্ন একটি ভবনে এবং আমবাগান দূর্গামণ্ডপে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমজীবী পরিবারের শিশু ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ জুলাই : সি.আর.টি.ইউ-এর উদ্যোগে কালনার মহিষমর্দিনী উচ্চ বিদ্যালয় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় শ্রমজীবী পরিবারের দেড় শতাধিক শিশু ও মহিলা অংশগ্রহণ করেন। শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃতি এবং মহিলাদের মোমবাতি জ্বালানো ও বালতিতে বল ফেলা প্রতিযোগিতা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠনের

পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুকান্ত কোনার, অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির সহযোগিতা করে প্রশান্ত কুমার ধর স্মৃতি রক্ষা কমিটির কর্মীরা।

বিজ্ঞানমঞ্চের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৭ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বুদবুদ গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের মহড়া গৌরীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব গলসী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হবিবুর-রউফ বিজ্ঞান সভার পক্ষে কুরকুবা আসকরণ রাস্তার ধারে আম ও অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করা হয়। এছাড়াও গুসকরা বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে গুসকরা স্কুল মোড় এলাকায় সম্পাদক অমল দাস ও দীপঙ্কর বসু প্রমুখদের নেতৃত্বে ৫০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের ২০৩তম জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে কালনা, বুদবুদ,গলসী ও এন.আই.টি (দুর্গাপুর) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন বিজ্ঞান মঞ্চের রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, এন.আই.টি (ডি)-র সম্পাদক অধ্যাপক সুভাষ ঘোষাল, বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য আশিষ চক্রবর্তী, দেবদুলাল রায় প্রমুখ। এন.আই.টি-তেও বৃক্ষরোপণ করা হয়।

যিশু মুর্মুকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ জুলাই : সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির বড়ুল-১ শাখার ঘনিষ্ঠ দরদী যিশু বাবু মুর্মু গত ১২ মে প্রয়াত হয়েছিলেন। আজ তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো ফরিদপুর আদিবাসী পাড়ায়। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন সনাতন টুডু, এরিয়া কমিটির সম্পাদক মৃণাল কর্মকার, আদিবাসী অধিকার মঞ্চের সদর-১ এর নেতৃত্ব ভায়রো মুর্মু। সভাপতিত্ব করেন তপন ব্যানার্জী। স্মরণসভার আগে মাল্যদান

করেন দেবু রায়, মহবুব আলম, অশোক ঘোষ, অজয় সেঠসহ এরিয়া কমিটির নেতৃত্ব, যিশু মুর্মুর পরিবার পরিজন ও স্থানীয় মানুষজন।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাধবডিহি : কাইতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গদাধর দাঁ (৭০) গত ১৩ জুলাই রাত্রে জীবনাবসান হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে সিপিআই(এম)-এর সদস্য হন। এলাকায় সাক্ষরতা ও সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সৎ নম্র বিনয়ী আচার আচরণের গুণে সুনামের সঙ্গে এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার, জেলা সিপিআই(এম) নেতা আক্তার আলি, অশোক সাঁতরা, প্রবীণ নেতা মুন্সী হান্নান প্রমুখ প্রয়াত গদাধর দাঁয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

—প্রথম পাতার পর

মহিলা সম্মেলনগুলি চলছে

ছিলেন মণিমালা দাশ, জয়শ্রী বিষ্ণু, শুক্লা ভট্টাচার্য প্রমুখ জেলা নেত্রীরা। সম্মেলনে শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্মেলন থেকে পুষ্প দে সম্পাদিকা, কাজি জিবুন্নেসা সভানেত্রী ও পুতুল বেগম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সম্মেলনে ৭ জন প্রতিনিধি রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশে নেন।

সংগঠনে মেমারি-১ পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন রসুলপুর উড়লা উত্তর বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা নেত্রী মালা ভট্টাচার্য। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন আলপনা মিত্র। ৯ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলন থেকে রমা মুখার্জী সভাপতি ও আলপনা মিত্র-কে সম্পাদক করে ২১ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

প্রান্তজন—আত্মজন (৬৩)

রত্না রশীদ

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার থেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোনো একটা প্রকল্প চালু করে দিলেই হলো। সেটা কার্যকরী করার মতো উপযুক্ত মেশিনারি আছে কিনা, সেসব আর কে ভাবে। ওই হাতে গরম ৫০০/১০০০ ধরিয়ে দিলে ওসব খোঁজ খবরও করবে না কেউ। ভোট চাই। জনমনোরঞ্জনী বিষবটিকা প্রয়োজন। তার নাম অনুদান-প্রকল্প শ্রীরি-বিশ্রী ব্যাপার স্যাপার।

বহুশত 'শ্রীরি' প্রচলিত রাজ্যে, সবকটার নাম জানলেও মনে রাখতে পারি না। সদ্য প্রচলিত 'উৎসশ্রী'-র কথাই ধরি। হয়তো বা ভালো প্রকল্প। কিন্তু সেটা চালু করার আগে নিজের মেশিনারিকে যে সক্ষম করে তুলতে হয়, সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার আর দরকারটা কি? ছুঁড়ে তো দিলাম—কামড়াকামড়ি করে খাক্। চল্ পানসি বেলঘড়িয়া। হেডমাস্টার এন. ও সি দিবি না মানে? দল আছে না! তোর কান মুলে আদায় করে ছাড়বো। তারপর কোর্ট তো আছেই। ইস্কুলের ভালো কে ভাবতে বলেছে হেডুকে। একজন হেডুর একটা ভোট, শিক্ষককুলের অ-নে-ক। অতএব শিক্ষকের ল্যাজ ধরা দলের পক্ষে মঙ্গলজনক। শিক্ষকেরা যে যার নিজের পছন্দমতো জায়গায় চলে গেলো। সবাই যে 'উৎসে' গেলো, তেমন নয়। যে যার পছন্দমতো গেলো। কেউ গেলো স্পাউসের যেখানে চাকরি সেখানে, কেউ গেলো শ্বশুরবাড়ির কাছের স্কুলে, আবার কেউ অসুস্থতার সার্টিফিকেট দিয়ে 'উৎস' ছেড়ে চলে গেলো পছন্দসই শহরে—ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আছে, শহরে সুখ-সুবিধে আছে। সর্ব সুখের 'উৎস' ওই পাড়ে।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহুশত পরিকল্পনা করে গ্রামে গ্রামে অজস্র স্কুলের রেকগনিশন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনটেন করা, স্কুলে স্কুলে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিল্ডিং, লাইব্রেরি, টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করে দেওয়া, এক তারিখে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ইনডিভিজুয়াল ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাওয়া এবং আরো শত ছোট-বড় নাট-বল্টু দিয়ে শক্তপোক্ত এক চমৎকার সিস্টেম তৈরি করেছিলো। প্রতি বছর এস.এস.সি উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকের জোগান অব্যাহত ছিলো। সবটায় জল ঢেলে দিলো—'এলো মেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই'-এর অরাজকতন্ত্র। কতো কতো টাকার অবৈধ লেনদেন এই উৎসশ্রী প্রকল্পের পেছনে ঘটে গেছে, তা সাধারণ সমস্ত মানুষই জানেন। এখন গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল ঢালা ন্যাকাকান্না জুড়েছে, '...শিক্ষার কী হবে গো!'

শিক্ষকেরা যদি কেবলমাত্র নিজেদের সুবিধের কথা অগ্রাধিকার না দিয়ে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কথা একটিবারও ভাবতেন, তাহলে আগেকার ওই মিউচ্যুয়াল ট্রান্সফারকেই শ্রেষ্ঠতা দিতেন। চিটিং স্টাফের হাহাকার রাতারাতি পড়ে যেতো না। আমার নিজের অতি ক্ষুদ্র বৃত্তে তখনই চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছি এবং বিদ্রুপ কুড়িয়েছি। একটা বাচ্চা ছেলেও বোঝে যখন তোমার কোঁচড়ে দুম করে কেউ কোনো সুযোগ ঢেলে দেবে, আবশ্যিকে তার পেছনে সর্বনেশে দুর্বুদ্ধি থাকবেই থাকবে। বাঁদরের পিঠে ভাগের গল্প পড়েছেনই শুধু, তার অর্থ বোঝেননি। নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে কামড়াকামড়িতে মগ্ন হয়ে থাকুন, গোটা শিক্ষাক্ষেত্রটাই আপনাদের সযত্নে গেটের বাইরে বের করে দেবে। এক একটা বিদ্যালয়ের গেটে চাবি পড়ছে, নিজেরটার জন্য প্রস্তুত হোন। সুযোগ নেবেন, সুযোগ! ...তাই না! সুযোগ যে কী সর্ব্বনেশে বস্তু, সেটা বোঝারও যখন কোনো ক্ষমতা নেই মাস্টারকুলের, তাদের দুর্দশা ঘোচাবে কে? এবং সমাজে দুর্দশা কারো একার হয় না—সবাই মিলে লাইন দিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখছি—পুড়ছি—মরছি। রোজ এবং রোজই।

(চলবে)

হাতবদলের আগেই তক্ষক উদ্ধার, ধৃত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুলাই : হাত বদলের আগেই একটি তক্ষক উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত চার ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এদিন রাতে নদিয়া থেকে আনা একটি তক্ষককে বিক্রি করার জন্য পূর্ব সাতগেছিয়ার একটি নির্জন স্থানে কিছু মানুষ জমায়েত হয়। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে একটি তক্ষক উদ্ধার করে। পাশাপাশি অজিত বিশ্বাস, ঝুলন ঘোষ, চন্দন দাস এবং গোকুল গাইন এই চারজনকে গ্রেফতার করে। তক্ষকসহ ধৃতদের পূর্ব বর্ধমান জেলা বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বনদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা করে কালনা আদালতে হাজির করায়। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত এবং তক্ষকটিকে চিকিৎসার পর উপযুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

—প্রথম পাতার পর

রক্তদান

আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে শিবিরে ২১জন যুবতী সহ মোট ৭৩ জন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পূর্ব বর্ধমান জেলাকমিটির উদ্যোগে, পারবীরহাটায় কর্মচারী ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন বর্ধমান মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুকৃতি ঘোষাল। রক্তদান শিবিরে ৯জন মহিলা সহ ৭৩জন রক্ত দেন।

রেনেসাঁসের শেষ লাইটহাউস

—তিনের পাতার পর

সহকর্মী অরূপও যুক্ত ছিল ছবির কাজে। এ ছবিতেও আমি কো-অর্ডিনেটর।

খুব সহজ কাজ ছিল না। একে বাজেট কম। তার উপর বালিখাদ; কয়লাখনি; বীরভূমের পাথর খাদান; মুর্শিদাবাদের নির্মাণ শ্রমিক; কাজ হারানো ব্যঙ্ক কর্মী থেকে বিড়ি শ্রমিক মেয়েরা। গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে কাজ। মাঝে আবার পঞ্চায়েতের ভোট। অধিকারের গল্প অনেক বড়। আর একদিন হবে। আর একটু স্যারের কথা হোক।

এই বিশ বছরে উনি আমার সব খোঁজ রেখেছেন। কয়েকবার থেকে গেছেন বর্ধমানে। এবারেও কয়েকমাস আগে আসার কথা হয়ে গিয়েছিল। ওনার সায় ছিল। কিন্তু কোভিড আবার ছোবল মারায় আমরা স্যারকে আসতে নিষেধ করি। এবছরের গোড়াতেও বেশ কয়েকদিন নার্সিংহোমে ছিলেন তিনি। উনি একটা বড় স্প্যানের উপন্যাস লিখে গেছেন। তার জন্য প্রচুর রিসার্চ করেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেছে। নিভৃতে কাজ করে গেছেন।

যতবার বর্ধমানে এসেছেন পরিচিতদের কাছে যেতে চেয়েছেন। নিয়ে গেছি। কাউকে ভোলেননি। সরোজদা; পিকলু; উত্তম; মিঠু কাউকে না। নিয়মিত খোঁজ নিতেন উমাদা; ডাঃ অজয় দে বা ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তীর। এলে একবার নতুন চিঠিতে যাবেনই। আমার শিক্ষক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল শ্রদ্ধার সম্পর্ক। যে রান্না করত; যে পাঞ্জাবি সেলাই করত; যে দোকানে ওষুধ কিনতে নিয়ে যেতাম—কাউকে ভোলেননি। প্রায়ই মজা করে বলতেন; ''অলকের বিয়েটা আর দেখে যাওয়া হল না পার্থ।'' একটু থেমেই বলতেন—''শিবানন্দবাবুর কততম উপন্যাস হলো এখন?'' কিশোরদা, আমাদের সবুর মামা বা শুভেন্দুর সাথে দেখা হলে প্রীতি সম্ভাষণ করতে ভুলতেন না। আর একটা জিনিস। নিজেকে নিয়ে কোনো উচ্ছাস ছিল না তাঁর। কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না। কিন্তু নিজের মতে দৃঢ়। এই যে কোমলে কঠোর সংবেদনশীল মানুষটি গোটা বাংলা আজ তাঁকে হারিয়ে কাঁদছে।

আমাদের চেনাজানা কোনো একক, কোনো মানদণ্ড দিয়ে ওনার চেতনাকে মাপতে যাওয়া অন্যায় হবে। কোনো একটি অক্ষ থেকে এই স্রষ্টাকে মাপা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো হবে। আমি ভক্ত হিসেবে নয়; সাংবাদিক হিসেবে এই কথা বলছি।

উনি নিজের বিশ্বাসে শুধু অটল ছিলেন না। ঋজুও ছিলেন। বামপন্থার প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্ম যৌবনে। গণনাট্য সঙ্ঘের যে উজ্জ্বল প্রবাহ একসময় ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্লাবিত করেছিল তার কিছু দৃশ্য ওনার যৌবনে মুগ্ধতার জন্ম দেয়।

ওনার সৃষ্টি বালিকা বধূর সেই মাস্টারমশাই; পলাতকের সেই আটিং চাটুজ্জের ভাই; পথভোলার সেই উৎপল দত্তের চরিত্রটি সেইসব উপলব্ধির ছায়া কোথাও না কোথাও রেখে গেছে। ভালবাসা ভালবাসার মতো রোমান্টিক ছবিতেও নায়কের লিপে ওই গানটা ভাবুন—

'চুরি করা মহাপুণ্য/ যদি পেটে সয়/এ জগতে বোকারাই শুধু/ সত্যবাদী হয়'

আর উদাহরণ বাড়াবো না। শুধু বলব গণদেবতার সেই শেষ দৃশ্য। যেখানে নীলকণ্ঠকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোটা গ্রাম দুর্গা থেকে দেবু পণ্ডিত বাঁধের উপর। তখন ওই চরিত্রটি গেয়ে ওঠে

'লাথি খেয়ে/আর কতদিন/ মরবি তোরা/ একবার রুখে দাঁড়া/একবার রুখে দাঁড়া....'

বোলপুর লজের সামনে দাড়িয়ে উনি আমায় বলেছিলেন—''আজকাল আমার এইটা হচ্ছে। ওই যে গাছটা; ওই নদীটা—এই মানুষটার সাথে আর কোনোদিন দেখা হবে না.....''

উনি ঠিক বলেছিলেন। পুরোটা নয়। ওই গাছটা; ওই নাম না জনা সুরটা সব অপেক্ষায় রয়েছে। উনি ফিরে আসবেন।

নতুন কোনো মরমী শিল্পীর হাত ধরে।

আমরা অপেক্ষায় থাকবো।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu) :
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা